মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী

বিজ্ঞপ্তি

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ শ্রেণী) ভর্তির নীতিমালা-২০১০

স্মারক নং-৬/কল/বিজ্ঞপ্তি/১৮(৪র্থ খন্ড)/১০০০ তারিখ-০৩/০৬/২০১০ ইং

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটি উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার। এ স্তরের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সম্পদ হিসাবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। তাই মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য পাঠাধিকারের সুষম সুযোগ সৃষ্টি করা অতীব প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে ইতোপূর্বেকার বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ভর্তির নীতিমালা বাতিলক্রমে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০১/০৬/২০১০ইং তারিখের শাঃ ৬/১৩বিবিধ-১৮/২০০৭(অংশ-১)/৫০৯(১৬)-শিক্ষা স্মারকপত্র অনুযায়ী উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ শ্রেণী) ভর্তির নীতিমালা ২০১০ জারী করা হ'ল।

১. সংজ্ঞা ঃ <u>এই নীতিমালায়</u>

ক) 'কলেজ' বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতি বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে।

খ) 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে।

গ) 'বোর্ড 'বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে।

ঘ) "শিক্ষার্থী/প্রার্থী" বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২. <u>ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন</u>

(১) ২০০৮,২০০৯ ও ২০১০ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উম্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনুষ্ঠিত এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অনান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

(২) বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষাথীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা কর্তৃক তাঁর সনদের মান নির্ধারনের পর দফা (১) এর অধীন ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

(৩) ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথা-
(ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি;
(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি ; এবং
(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি শাখা;

৩. <u>প্রার্থী নির্বাচনের অনুসরণীয় পদ্ধতি :-</u>

(১) ভর্তির জন্য কোন বাছাই পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষার ফলাফল ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

(২) ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল ও সিলেট বিভাগীয় সদরের কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজের ৮৮% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১২% আসনের মধ্যে ৭% উল্লেখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের/পৌষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের/পৌষ্যদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(৩) বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজগুলোতে ৮৮% আসন সকলের জন্য উম্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১২% আসনের মধ্যে ৭% উল্লেখিত জেলা সদরের বাইরে (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য এবং অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের/পৌষ্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের/পৌষ্যদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

(৪) দফা (২) ও (৩) এ উল্লেখিত ৮৮% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

(৫) (ক) GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ দিতে হবে। (৯ বিষয়ে জি.পি.এ-৫ হিসাবে হবে ৯×৫=৪৫ পয়েন্ট। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেওয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)।

(খ) দফা (ক) এর বিধান সত্ত্বেও কেবল বিজ্ঞান বিভাগের ভর্তির ক্ষেত্রে ৪০ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীগণের মধ্যে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/ জীব বিজ্ঞানে ০৫ পয়েন্ট প্রাপ্ত প্রার্থীদেরকে অগ্রধিকার দিতে হবে।

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাই কল্পে উদ্ভুত সমস্যা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) মানবিক ও বানিজ্য বিভাগের ক্ষেত্রে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট পয়েন্ট একই হলে সে ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ইংরেজী, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(৬) (ক) উপ-অনুচ্ছেদ-৫(ক)(খ)(গ)(ঘ) ও (ঙ) দফা পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রয়োগের পরও যদি কোন কলেজে বিদ্যমান আসন সংখ্যা অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই-এ উদ্ভুত সমস্যা সমাধান না হয় সে ক্ষেত্রে সংশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা বোর্ড, কম্পিউটার কেন্দ্র (বাড়ী নং-৪৪ রোডনং-১২/এ, ধানমন্ডি) ঢাকা এর চেয়ারম্যান বরাবর নির্ধারিত ফরমেটে আবেদন করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মেধাক্রম সংগ্রহ করে প্রার্থী বাছাই করতে হবে।

(খ) শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার কেন্দ্রে যে কোন নির্দেশনা WWW.educationboard.gov.bd এবং WWW.dhakaeducationboard.gov.bd এর মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে। ই-মেইল যোগাযোগের জন্য ssa@dhaka educationboard.gov.bd ঠিকানা ব্যবহার করতে হবে।

(৭) এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে।

(৮) কলেজ কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

(৯) ভর্তির সকল কার্যক্রম যথাসম্ভব অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।

(১০) কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা (৫০% নম্বর) ও জিপিএ (৫০%) ভিত্তিতে মেধাক্রমে নির্ধারণ করা হবে।

৪. **বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি ঃ-**

(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর দফা (২) এর বিধান সাপেক্ষে কলেজসমূহ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায়) ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করবে। বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যা অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ড সমূহ স্ব- অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজসমূহে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসহ অনুমোদিত অনান্য সকল ফি; আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক কলেজ কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কলেজের নোটিশ বোর্ড সহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করবে।

(৩) ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজের ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ নূন্যতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

(৪) আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কোন কলেজ এই নীতিমালা অনুযায়ী উহার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক ভর্তি যোগ্য প্রাপ্তিদের একটি মেধাক্রম তালিকা এবং মোট আসন সংখ্যা নূন্যতম ২৫% অপেক্ষমান মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিশ বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজের ওয়েব সাইট প্রকাশ করবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রাপ্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, উক্ত অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রম অনুসারে শূন্য আসনে ভর্তি করতে হবে।

(৫) ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/ নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এস.এস.সি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসা পত্র দাখিল করতে হবে।

(৬) ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীগণের নিকট হতে ভর্তির জন্য আবেদন ফরমের মূল্য বাবদ ১০/-(দশ) টাকা এবং ভর্তির ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্বাহের জন্য ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা। সর্বমোট=৬০/-(ষাট) টাকা গ্রহণ করা যাবে।

(৭) কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

(৮) ভর্তির সময় মন্ত্রণালয় ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত/নির্ধারিত অনান্য ফিসহ নিম্নে উল্লেখিত ফি গ্রহণ করা হবে; যথা-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	ফিসের পরিমাণ
১.	রেজিষ্ট্রেশন ফি	১০০.০০
২.	ক্রীড়া ফি	২৫.০০
৩.	রোভার স্কাউট গালর্স গাইড	১৫.০০
৪.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	১০.০০
৫.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০
৬.	বাৎসরিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতি কলেজ)	২০০.০০
৭.	সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ফি	১০.০০
৮.	প্রতিবন্ধী কল্যাণ ফি	৫.০০
৯.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	১৫.০০

তবে শর্ত থাকে যে কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে এবং বিলম্বে ভর্তি হলে তার নিকট হতে উপরোল্লিখিত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নে উল্লেখিত ফি গ্রহণ করা যাবে; যথা-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	ফিসের পরিমান
১.	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
২.	বিলম্ব ভর্তি ফি	১০০.০০
৩.	বিলম্ব রেজিষ্ট্রেশন ফি	৩০.০০

৫. ভর্তি, ক্লাস, শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন ইত্যাদি ঃ- (১) ২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নে উল্লেখিত সময় সুচি অনুসরণ করতে হবেঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
(ক)	ভর্তি আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	**১০/০৬/২০১০**
(খ)	পূর্ণ নিরক্ষণের ক্ষেত্রে (ভর্তি আবেদন পত্র গ্রহণের শেষ তারিখ)	**১২/০৬/২০১০**
(গ)	সমমেধা সম্পূণদের মেধাক্রম তৈরীর জন্য নির্ধারিত ফরমে কম্পিউটার কেন্দ্রে আবেদনপত্র পাঠাবার শেষ তারিখ	**১৩/০৬/২০১০**
(ঘ)	ভর্তি জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ	**১৭/০৬/২০১০**
(ঙ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	**২৮/০৬/২০১০**
(চ)	ক্লাস শুরু করার তারিখ	**০১/০৭/২০১০**
(ছ)	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের টটলীষ্ট, রেজিষ্ট্রেশন ফি ও মুল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/ মার্কসীট বোর্ডের জমা দেয়ার শেষ তারিখ	**১৪/০৭/২০১০**
(জ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	**১১/০৭/২০১০**
(ঝ)	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি কৃত শিক্ষার্থীগণের টটলীষ্ট, রেজিষ্ট্রেশন ফি ও মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/ মার্কসীট বোর্ডে জমা দেয়ার শেষ তারিখ	**২২/০৭/২০১০**
(ঞ)	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	**২৫/০৭/২০১০**
(ট)	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ব্যাংক ড্রাফট করার শেষ তারিখ	**০১/০৮/২০১০**
(ঠ)	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ব্যাংক ড্রাফটসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	**০৫/০৮/২০১০**
(ড)	পূরণকৃত এস. আই. এফ. শিক্ষা বোর্ডের কলেজ নিবন্ধন শাখায় জমাদানের শেষ তারিখ(এস আই এফ এর সাথে জেলা রোভার স্কাউট এর প্রাপ্ত রোভার স্কাউট ফি পরিশোধের রশিদ অবশ্যই জমা দিতে হবে)।	**১৯/০৮/২০১০**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যেসব শিক্ষর্থীদের ভর্তি করা হবে ঐ সমস্ত শিক্ষার্থীদের মূল নম্বরপত্র/ট্রান্সক্রিপ্ট-এর উপর পৃষ্ঠায় নিম্নে প্রদর্শিত নমুনা 'সিল' অবশ্যই দিতে হবে।

কলেজের নাম ....

শিক্ষার্থীর নাম...

পিতার নাম ....

মাতার নাম ....

শ্রেণী............................একাদশ ক্লাস রোল..

শাখা............................বিভাগ..

অধ্যক্ষ

৬. **কলেজ পরিবর্তন ইত্যাদি ঃ-**

(১) যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ৫ এর বিধান মতে কোন কলেজে ভর্তি হওয়া সত্বেও ও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৫এর দফা (জ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফিসহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হউন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থীর তাঁর অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজে তাঁর ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লেখিত রূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ তাঁর ভর্তি বাতিল পূর্বক জমাকৃত তাঁর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/ নম্বর ফেরত দিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদ্বশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বনুমতি ছাড়া ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না তবে শুধু মাত্র সরকারি/ আদাসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরী জীবি পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারনে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করাতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়ার যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদান পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকরী জীবি সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনর) দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ডে জমা দিতে হবে।

(৩) কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট / মার্কসীট বা নম্বরপত্র উক্ত শিক্ষার্থী বা তাঁর অভিভাবক বা তাঁদের যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা অন্য কোন অজু হাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/ নম্বরপত্র আটক রাখতে পারবে না।

৭. **অনুমতি বা স্বীকৃতি বিহিন কলেজে ভর্তি নিষিদ্ধ ঃ-**

(১) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি বিহিন অথবা স্বীকৃতি বাতিলকৃত কোন কলেজে কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

(২) পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতি প্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতি প্রাপ্ত কোন কলেজে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৮. **নীতিমালার প্রবতর্ণ ও প্রয়োগ ঃ-**

(১) দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ হতে একাদ্বশ শ্রেণীতে ছাত্র/ছাত্রী ভতির ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

(২) এই নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন অনুচ্ছেদ ২ এর দফা (১) এবং অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (২), (৩) ও (৪) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হবে।

(৩) এই নীতিমালার কোন রূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতির বা স্বীকৃতির বাতিলসহ কলেজটির এমপিও ভূক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯. সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষকের সংখ্যা অনুসারে প্রচলিত শ্রেণী শাখায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য অনুমোদিত সকল ফি (হার) উল্লেখ পূর্বক বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১. প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত কোন অর্থ শিক্ষার্থী/অভিভাবকদের কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। এ নির্দেশনা অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

১২. ২০০৮ হতে ২০১০ সন পর্যন্ত এস.এস.সি/সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

১৩ ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালের এস.এস.সি/সমমানের পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ন্যনতম ডি গ্রেড এবং জি.পি.এ ১.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

১৪ যে কোন বিষয়ে বা শাখায় ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যনতম গ্রেড কত পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে তা সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে।

১৫ ২০০৮, ২০০৯ ও ২০১০ সালের এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তির ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে শুধুমাত্র ফলাফলের (জি.পি.এ) ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে।

১৬. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এস.এস.সি পাশ শিক্ষার্থীরা একই নীতি অনুসরণে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বিবেচিত হবে।

১৭ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অপেক্ষমান তালিকা মোতাবেক ভর্তিযোগ্য শিক্ষার্থীরা বোর্ড প্রদত্ত সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত ফিস জমা দিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে।

১৮ ভর্তির সময় সিলেবাস অনুযায়ী নৈর্বাচনিক বিষয় হিসেবে শাখাওয়ারী ক এবং খ গুচ্ছ থেকে নির্ধারিত সংখ্যক বিষয় সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে। অন্যথায় একাদশ শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে না এবং উক্ত শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

১৯. প্রার্থীর মোট স্কোরসহ অনুচ্ছেদ ১৭ অনুযায়ী প্রণীত উভয় তালিকা একই সঙ্গে নোটিশ বোর্ডে দিতে হবে।

২০ মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/নম্বরপত্র এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র ছাড়া কোন অবস্থাতেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না।

২১. ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের পূর্বে ভর্তি না হওয়া শিক্ষার্থীদের পাঠ বিরতি ফি প্রদান করতে হবে।

২২ কলেজ কর্তৃক বোর্ডে ফি জমাদানের নিয়মাবলীঃ

(ক) বোর্ডে প্রদেয় সকল প্রকার ফি অবশ্যই সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে বোর্ডের সচিবের (সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী) অনুকুলে জমা দিতে হবে।

(খ) ডিমান্ড ড্রাফটের সম্মুখভাগে স্পষ্টভাবে প্রাপকের নাম অর্থাৎ সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী, লেখার ঠিক পরেই ব্যাংকে টাকা জমাকারীর নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

(গ) ডিমান্ড ড্রাফটের উল্টা পৃষ্ঠায় জমাদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের সীলসহ স্বাক্ষর থাকতে হবে।

(ঘ) ডিমান্ড ড্রাফট /পে-অর্ডার ছাড়া, নগদ টাকা, পোস্টাল অর্ডার, ট্রেজারী চালান ও মানি অর্ডার কোনভাবেই গ্রহণ করা হবে না।

২৩ (ক) লিস্টের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিম্নে উল্লেখিত তথ্যাদির একটি তালিকা প্রণয়ন করে বোর্ডের কাউন্টারে জমা দিতে হবে। বোর্ড প্রদত্ত প্রামান্য কাগজপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযোজন করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক অনুমতির তারিখ, স্মারক নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ

(গ) স্বীকৃতির তারিখ,স্মারক নম্বর ও সময়সীম

(ঘ) সর্বশেষ স্বীকৃতির মেয়াদ, স্মারক নম্বর ও তারিখ

(ঙ) সর্বশেষ কমিটির মেয়াদ,স্মারক নম্বর ও তারিখ

(চ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত শাখা ও শাখাওয়ারী বিষয়সমূহ

২৪ **<u>একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/মার্কশীট, রেজিস্ট্রেশন ফি ও টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) জমাদান</u>**

(ক) শিক্ষা বোর্ডের আওতাভূক্ত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ২(দুই) কপি টট লিস্ট (নির্ধারিত .... নং ছক অনুযায়ী) কলেজ পরিদর্শকের কাছে এবং রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য ফি এর **ডিমান্ড ড্রাফট এই বোর্ডের চিঠিপত্র গ্রহণ শাখায়/কাউন্টারে ২৮/০৬/২০১০ তারিখের** মধ্যে জমা দিতে হবে।

(খ) বিলম্ব ফিসহ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ২৪(ক)-এ বর্ণিত কাগজপত্র একই নিয়মে ২২/০৭/২০১০ তারিখের মধ্যে বোর্ডে জমা দিতে হবে।

২৫ **টটলিস্ট (ভর্তি তালিকা) এর নির্ধারিত/নমুনা ছক :**

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম এবং পিতা ও মাতার নাম	ভর্তির তারিখ ও শ্রেণী রোল নম্বর	এস.এস.সি/ সমমান রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ	এস.এস.সি/সমমান পরীক্ষার রোল নম্বর, পাশের বছর ও বোর্ডের নাম	পঠিতব্য বিষয়সমূহ (বিষয় কোড সহ)
১	২	৩	৪	৫	৬

২৬ শিক্ষার্থীর নামের তালিকার (টটলিস্ট) মুখপত্রে (Forwarding) পৃথকভাবে শাখাওয়ারী শিক্ষার্থীর সংখ্যাসহ মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে টট লিষ্ট বোর্ডে না পৌছালে শিক্ষার্থীদের বিলম্বে ভর্তি করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং সে অনুযায়ী বিলম্ব ভর্তি ফি প্রদান করতে হবে। তাছাড়া বিলম্বের কারণে শিক্ষার্থীদের রেজিষ্ট্রেশনের কোনরূপ জটিলতা সৃষ্টি হলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এর কোন দায়-দায়িত্ব বহন করবে না, সংশিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষই সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়গুচ্ছ সঠিক আছে এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয় টট লিষ্টে নেই এ মর্মে অধ্যক্ষ প্রত্যয়ন দিবেন।

২৭ ক) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে এস,এস,সি/সমমান পরীক্ষার মুল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র কলেজ কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হবে। মুল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র জমা নেয়া ছাড়া কোন শিক্ষার্থীকে কোন অবস্থাতেই ভর্তি করা যাবে না এবং জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/নম্বরপত্র বোর্ডের অনুমতি ছাড়া শিক্ষার্থীকে ফেরত দেয়া যাবে না। তবে কোন শিক্ষার্থী ছাড়পত্রের মাধ্যমে অন্য কলেজে ভর্তি বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে বা রেজিষ্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দেয়া যাবে।

খ) কলেজ কর্তৃপক্ষ জমাকৃত মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রীপ্ট/নম্বরপত্র স্ব-স্ব কলেজে ৬নং অনুচ্ছেদের বি: দ্রঃ অনুসরণসহ জমা রাখবেন। বোর্ড চাহিবামাত্র জমা দিতে হবে।

২৮ কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বা বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সাথে বিধি মোতাবেক একই কলেজের (ভর্তিকৃত কলেজ) মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২৯ এক বোর্ড হতে অন্য বোর্ডে ছাড়পত্রের মাধ্যমে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে ভর্তিকৃত বোর্ডে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য যথারীতি একটি মুখপত্র (Forwarding) সহ রেজিস্ট্রেশন ফি, ছাড়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি ও ৩ (তিন) কপি বিবরণী ফরম কলেজ পরিদর্শকের নিকট জমা দিতে হবে। পূর্বতন বোর্ডের মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড, ভর্তিকৃত বোর্ডে দাখিল করা হলে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই সংশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, একই বোর্ডের আওতাভূক্ত কলেজ সমূহে ছাড়পত্রের মাধ্যমে কোন কলেজে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষেত্রে পুনরায় রেজিস্ট্রেশন ফিস দিতে হবে না।

৩০ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত কলেজ পরিবর্তনের আবেদন পত্রে কোন কলেজ সংশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর পঠিত বিষয়সমূহের সাথে বদলীকৃত কলেজের পাঠদানের বিষয় সমূহের মিল থাকলে শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে অধ্যক্ষ আবেদনপত্রে সুপারিশ ও স্বাক্ষর করবেন। অন্যথায়, এর সকল দায়-দায়িত্ব সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই বহন করতে হবে।

৩১ শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগের সময় নিজস্ব কলেজ কোড সব সময় অবশ্যই উলেখ করতে হবে।

৩২ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৩৩ শিক্ষা মন্ত্রণালয়য়ের পত্র নং- ৪/৯/১/৮৮/৭৬২, তারিখ- ১০/০৮/৮৮ মোতাবেক বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণীতে ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক তাদের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতি অনুসরণ করতে হবে।

(ক) অভিভাবকের (পিতা/মাতা) বদলীর কারণে একাদশ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দের ছাড়পত্রের মাধ্যমে কলেজ পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে উভয় কলেজের অধ্যক্ষের সুপারিশসহ আবেদনপত্র ১ জানুয়ারী/২০১১ হতে ৩১মে তারিখের মধ্যে বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে।

(খ) কলেজে ভর্তির সময় আবেদনে প্রদর্শিত অভিভাবকের (পিতা-মাতা) বদলীজনিত কারণে দ্বাদশ শ্রেণীতে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বদলীর প্রামান্য কাগজপত্র ও উভয় কলেজের অধ্যক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনের মাধ্যমে প্রতি বছর ১ আগষ্ট হতে ৩১ শে অক্টোবর ২০১১ এর মধ্যে বোর্ডের অনুমতি নিতে হবে।

(গ) সরকারি আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পিতা/মাতার বদলীজনিত কারণে শিক্ষার্থীদের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী বোর্ডের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে না। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর-শাঃ৬/১৩বিবিধ-২৮/২০০৭(অংশ-১)/৫০৯(১৬)-শিক্ষা, তারিখ-০১/০৬/২০১০ইং অনুসরন করতে হবে। কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ধরণের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীর ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন ফিস সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অবশ্যই কলেজ পরিদর্শকের নিকট জমা দিতে হবে।

(ঘ) অত্র বোর্ডের ১০১ তম অর্থ কমিটির ৩১নং সিদ্ধান্ত ও ২১৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাদশ/দ্বাদশ শ্রেণীর **ছাড়পত্র ফি বাবদ ১০০০/- (এক হাজার) টাকার** ব্যাংক ড্রাফ্‌ট এই বোর্ডের সচিবের অনুকূলে পত্রগ্রহণ শাখায়/কাউন্টার-এ জমা দিয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে।

(ঙ) উক্ত সময় সীমার পর ছাড়পত্রের আবেদনে অধ্যক্ষগণকে সুপারিশ করে বোর্ডে না পাঠানোর জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(চ) ভর্তি বাতিলের জন্য সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের(শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী/ঢাকা/যশোর/বরিশাল/চট্রগ্রাম/সিলেট/
দিনাজপুর) অধীনে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন কোন কলেজে ভর্তি হতে পারবে না। ভর্তি বাতিলের ক্ষেত্রে প্রামান্য কাগজপত্র সহকারে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ব্যাংক ড্রাফট্ বোর্ডের সচিবের অনুকুলে জমা দিতে হবে।

৩৪ প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিকট হতে রোভার ফি বাবদ ৪০/- (চল্লিশ) টাকা আদায় করবে এর মধ্যে ১৫/-(পনর)টাকা বোর্ডে জমা দিতে হবে। ৫/- (পাঁচ) টাকা জেলা রোভারকে এবং ২০/-(বিশ)টাকা কলেজ রোভার স্কাউট কার্যাক্রম পরিচালনার জন্য কলেজ সংরক্ষণ করবে।

৩৫ অত্র বোর্ডের অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যে সকল কলেজে স্বীকৃতি নবায়ন হালনাগাদ করা নাই্ । তাদের একাদশ শ্রেণীর ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষে এস আই এফ গ্রহণের পূর্বেই স্বীকৃতি নবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। (বিষয়টি অতীব জরুরী)

জনস্বার্থে এই আদেশ জারী করা হলো এবং এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিঃদ্রঃ
www.rajshahieducationboard.gov.bd এই
Website থেকে একাদশ শ্রেণীর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে।

(প্রফেসর মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া)
আই.ডি নং-৫০৬৩
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
ফোন নং-০৭২১-৭৭৫৯৬৩

স্মারক নম্বর ০৬/কল/বিজ্ঞপ্তি/১৮(৪র্থ খন্ড)/৫৬৩ (১০০০) তারিখ ১১/০৬/২০০৯

বিতরণ:

সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে:

১। কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী
২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
৩। জেলা প্রশাসক, রাজশাহী/চাঁপাইনবাবগঞ্জ/নাটোর/ নওগাঁ/বগুড়া/জয়পুরহাট/পাবনা/সিরাজগঞ্জ
৪। কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/কুমিল্লা/যশোর/বরিশাল/চট্টগ্রাম/সিলেট/দিনাজপুর
৫। অধ্যক্ষ, ...

....

সদয় জ্ঞাতার্থে :-

৬। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢাকা
৮। সচিব/পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক/বিদ্যালয় পরিদর্শক/উপ-পরিচালক (হিঃ ও নিঃ)/প্রধান মূল্যায়ন অফিসার,/পি,এস,টু চেয়ারম্যান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

(প্রফেসর মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া)
আই.ডি নং-৫০৬৩
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী
ফোন নং-০৭২১-৭৭৫৯৬৩

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী

কলেজ ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব "ছক"

২০১০ সালে একাদেশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত হিসাবের বিবরণী

কলেজের নাম ঃ ...., কলেজ কোড নম্বর : ...., ডাকঘর : ....

উপজেলার নাম : ...., উপজেলার কোড নম্বর : ...., জেলার নাম : ...., জেলার কোড নম্বর : ....

শিক্ষার্থীর সংখ্যা			নিবন্ধন ফিস (প্রতি শিক্ষার্থী)	সাহিত্য ও সাংস্কৃতি ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	ক্রীড়া ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	রোভার স্কাউট/গালর্স গাইড ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	প্রতিবন্ধি কল্যাণ ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	বিলম্ব ভর্তি ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	পাঠ বিরতি ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	কলেজ প্রতি বাৎসারিক ক্রীড়া মজুরী ফি	বিলম্ব রেজিষ্ট্রেশন ফি (প্রতি শিক্ষার্থী)	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	রেড ক্রিসেন্ট ফি	মোট টাকা	ব্যাংক কর্তৃক প্রাপ্ত ভর্তি সংক্রান্ত ফিস জমা দেওয়ার রশিদ নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ছাত্র	ছাত্রী	মোট	১০০.০০	১০.০০	১০.০০	২৫.০০	১৫.০০	৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	২০০.০০	৩০.০০	২৫.০০	১৫.০০			

ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় ফিস সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রাজশাহী এর অনুকুলে এবং সোনালী ব্যাংক, গ্রেটার রোড শাখা, রাজশাহীর উপর ব্যাংক ড্রাফট্ করতে হবে। ব্যাংক ড্রাফট্ কেবলমাত্র সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে করতে হবে। উক্ত ব্যাংক ড্রাফট্টি সোনালী ব্যাংক, গ্রেটার রোড শাখা, রাজশাহীতে জমা দিয়ে ০৩(তিন) কপি রশিদ সংগ্রহ করতে হবে। ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ব্যাংক রশিদের হিসাব শাখার কপি ভর্তি সংক্রান্ত হিসাব ছক পূরণ করে হিসাবের পূর্নাঙ্গ তথ্য ও ফরওয়াডিং এবং ব্যাংক ড্রাফটের ফটোকপি এই বোর্ডের উপ-পরিচালক(হিঃ ও নিঃ) এর হিসাব শাখায় (আয়) এবং রেজিষ্ট্রেশন শাখায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

(প্রফেসর মোঃ আব্দুর রউফ মিয়া)
কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭৫৯৬৩

প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল